বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী এর শতবর্ষ উদ্‌যাপন
যমুনা ব্যাংক ফাউন্ডেশন আয়োজিত
সম্মাননা অনুষ্ঠান
১ ফেব্রুয়ারী ২০১০

ড. আতিউর রহমান
গভর্নর
বাংলাদেশ ব্যাংক

ত্যাগের মহিমায় ভাস্বর বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী এই উপমহাদেশের এক চলমান ইতিহাস, আমাদের গৌরব, আমাদের অহংকার । শাস্ত্রীয় আর্শিবাদ "জীজীবিষেৎ শতং সমাঃ" অর্থাৎ "তুমি শতবর্ষী হও" - এর স্বার্থক রূপায়ণ এই জীবন্ত কিংবদন্তীর শতবর্ষে পদার্পণ - বাঙ্গালী জাতির এক অনন্য প্রাপ্তি ।

শতবর্ষের ইতিহাসের এক জ্বলন্ত প্রদীপ, ত্রিকালদর্শী; যাকে কোন প্রতিকূল পরিস্থিতিই দমাতে পারেনি - না বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি, না পাকিস্তানী ঔপনিবেশিক শাসন । বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের পুরোধা মাষ্টারদা সূর্যসেন এর অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত বিনোদ বিহারী দেশমাতৃকার মুক্তির জন্য মাত্র ১৬ বছর বয়সে বৃটিশ সেনাদের বিরুদ্ধে সম্মুখ সমরে যোগ দেন শিহরন জাগানো চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহে । দৃঢ়তার সাথে আজীবন প্রতিবাদ করেছেন অন্যায়, অত্যাচার, শোষণ, বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে । নিরন্তর আত্মোৎসর্গ করেছেন অসহায় নির্যাতিত দুঃখী মানুষের সেবায় । দীর্ঘদিন (তিন বারে ১৪ বছর) জেল খেটেছেন । ফেরারী থেকেছেন তিন বছর ।

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম, মানব মুক্তির মিছিল - সর্বত্রই কালজয়ী এই বীর বাঙ্গালীর সগৌরব পদচারণা । জাতির সকল ক্রান্তিকালে এই মহাপুরুষ রাজপথের সৈনিক ছিলেন শতাব্দীকাল ধরে ।

তেজস্বী সিংহপুরুষ বিনোদ বিহারী চৌধুরী আজন্ম তারুণ্যে দীপ্ত । তাঁর বিপ্লবী চিন্তা-চেতনা ও দৃঢ়তার মশালটি আজ অবধি পথ দেখিয়ে চলেছে এ দেশের তরুণ প্রজন্মকে । নিরন্তর আহ্বান জানিয়ে চলেছেন অহিংস ও পবিত্র মন নিয়ে দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবাসার জন্য । তরুনদের তিনি অসত্য, সাম্প্রদায়িকতা ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে সদা সংগ্রামরত থাকতে আহ্বান জানিয়েছেন । এখনও জানাচ্ছেন । নাগরিক অধিকার অর্জনের আন্দোলনে সর্বক্ষণ নিজেকে সম্পৃক্ত রেখে চলেছেন ।

নির্মোহ, প্রচারবিমুখ বিনোদ'দা সারাজীবন সন্তর্পনে সাদামাটা চলেছেন । বৃটিশ আমলে দীর্ঘ কারাবাসের সময়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইংরেজী ও আইন শাস্ত্রে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ সত্বেও কেবল গৃহে ছাত্র পড়িয়েই নিজের শুভ্রতা আর স্বকীয়তাকে ধারন করে রেখেছেন । এই সংযত ও দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবন তাঁর আদর্শের ঐশ্বর্য, চিত্তের বিভা ও উষ্ণতাকে ক্ষণিকের জন্যও মলিন করতে পারেনি ।

বাংলাদেশে মানবিক ব্যাংকিং কার্যক্রম (CSR) এর ব্যাপক প্রসারের এই যুগসন্ধিক্ষণে মানবদরদী এই বিপ্লবীকে সম্মাননা জানানোর যে উদ্যোগ যমুনা ব্যাংক গ্রহণ করেছে, এ জন্য তাদেরকে জাতির পক্ষ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি । যমুনা ব্যাংকের এই মহতী প্রয়াস এর মাধ্যমে ইতিহাসকে সম্মান দেখানো হলো ।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাত যে ধীরে ধীরে মানবিক হয়ে উঠছে আজকের এই অনুষ্ঠান তার ইঙ্গিত বহন করে । স্বদেশপ্রেমের অসাধারণ সূতিকাগার সংগ্রামী বিনোদ বিহারীর জন্য রবিঠাকুরের এই বাণীটি প্রাসংগিক ঃ

> “যে-সকল দেশ ভাগ্যবান তাহারা চিরন্তন স্বদেশকে দেশের ইতিহাসের মধ্যেই খুঁজিয়া পায়, বালককালে ইতিহাসই দেশের সহিত তাহাদের পরিচয় সাধন করাইয়া দেয়।”

একাত্তরে মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে আমরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা অর্জন করেছি । কিন্তু মুক্তির এই সংগ্রাম শেষ হওয়ার নয় । এখন চলছে অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধ; অভাব-অনটন, অন্যায়, অবিচার ও অনাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম । এই সংগ্রামের অনুপ্রেরণারও এক বড় উৎস বিপ্লবী বিনোদ বিহারী চৌধুরী ।

বর্তমান বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে বিনোদ বিহারীর মতন স্বদেশীয় ভাবনার নিষ্ঠাবান গুরুর বড়ই প্রয়োজন । কবিগুরু শিক্ষা ভাবনায় তাগিদ দিয়েছেন দেশকে জানার জন্য, সম্পূর্ণ ইতিহাসকে অনুসন্ধানের জন্য ও পূর্ব-পুরুষদের অর্জনকে বোঝার জন্য । অক্ষয় কীর্তিমান বিপ্লবী বিনোদ বিহারী আমাদের সেই ‘সম্পূর্ণ ইতিহাস’ এবং ভাবীকালের দিশারী, পথ প্রদর্শক । আমাদের দেশের বিশেষ ভাবটা কী, তাহা কোথায় আছে, তাহা কোথায় ছিল - তা বোঝার জন্যেও ইতিহাসের এই নায়ককে তরুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করে তোলা আমাদের অন্যতম দায়িত্বের অংশ হিসেবেই বিবেচনা করা চাই । এই চেতনার আলোকেই দেশের আনাচে-কানাচের নিগৃহিত ও বঞ্চিত মানুষের সন্ধান করা ও তাদের ব্যাংকিং সেবার আওতায় এনে ব্যাপকভিত্তিক উন্নয়ন (Inclusive Development) এর দিগন্ত উন্মোচন আমাদের আগামী দিনের স্বপ্ন ।